RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ কারণবশত: ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের সংখ্যাটি ৩০শে জানুয়ারি ২০২৪ প্রকাশিত করা হলো।

বর্ষ: ২৮, ২৮ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারি - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 28, Issue: 28, Cooch Behar, Friday, 2 February - 15 February, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার জেলার রাসমঞ্চ মাঠ থেকে
২৯ জানুয়ারি ২০২৪ - এ

একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও পরিষেবা প্রদান করলেন

উপস্থিত ছিলেন

শ্রী অরূপ বিশ্বাস, মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | শ্রী উদয়ন গুহ, মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | শ্রী সত্যজিৎ বর্মণ, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী, মাননীয় বিধায়ক | শ্রী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, মাননীয় বিধায়ক | শ্রী নির্মল চন্দ্র রায়, মাননীয় বিধায়ক

উদ্বোধন

কোচবিহার জেলার বাবুরহাটে মহাবীর চিলা রায় মহাশয়ের নবনির্মিত ব্রোঞ্জ মূর্তির শুভ উন্মোচন ● ২১০টি রাজবংশী - কামতাপুরী স্কুলের সরকারি স্বীকৃতি ● কোচবিহার-২ ব্লকে ১২টি, দিনহাটা-২ ব্লকে ৭টি, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে ১৪টি, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে ১১টি, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে ২২টি, কোচবিহার-১ ব্লকে ৯টি, দিনহাটা-১ ব্লকে ৬টি, শীতলকুচি ব্লকে ২টি, সিতাই ব্লকে ২টি ও হলদিবাড়ি ব্লকে ১টি নতুন রাস্তা ● মাথাভাঙ্গা-১ ও শীতলকুচি ব্লক অন্তর্গত মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি রোডের, কোচবিহার-১ ব্লকে পুটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ম্যানিরাম বর্মনের বাড়ি থেকে পাটকামারি মোকতারুদ্দিন হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তার ও দিনহাটা-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬টি রাস্তার সংস্কার ● মেখলিগঞ্জ ব্লকে ১৫টি, হলদিবাড়ি ব্লকে ৪টি ও দিনহাটা-২ ব্লকে ৯টি পথশ্রী স্কীম ● কোচবিহার-২ ব্লকে দুদুমাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে, মোড়া নদীরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতে, সুখধনেরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতে, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাগলবেড়ে ও মারিচবাড়ি খোলতা গ্রাম পঞ্চায়েতের মারিচবাড়ি গ্রামে একতলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ● দিনহাটা-২ ব্লকে বামনহাট বাজারে একটি আয়রন বর্জিত প্লান্ট ও ওভারহেড জল সংরক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সোলার সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে ৪টি জল উত্তোলন প্রকল্প ● কোচবিহার-২ ব্লকে গোপালপুরে কমিউনিটি হল এবং কেশব রোডের খাগড়াবাড়িতে স্বাগত গেট ● কোচবিহার-২ ব্লকে চকচকা চেক পোস্টে মহাবীর চিলা রায়ের ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপনের জন্য পাদদেশ নির্মাণ ও মূর্তিস্থাপন ● মেখলিগঞ্জ ব্লকে ধাপড়াহাটে কংক্রিট প্যাসেজ, কংক্রিট নিকাশী ব্যবস্থা, সবজি শেড, স্ল্যাব এবং ট্রাক পার্কিং সহ অ্যাপ্রোচ রোড ● জেলার বিভিন্ন ব্লকে নতুন সাব-সেন্টার ভবন, ৩১টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ও ৯টি কমিউনিটি সেন্টার ● কোচবিহার-২ ব্লকে পুন্ডিবাড়ি এবং নতবাড়ি ব্লক পাবলিক স্বাস্থ্য ইউনিট ● মেখলিগঞ্জ ব্লকে ধাপরাহাটে শেড, সিসি রোডসহ নিকাশী ব্যবস্থা ● কোচবিহার-১ ব্লকে কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নতুন চার তলবিশিষ্ট ছাত্রাবাস ● দিনহাটা-২ ব্লকে বারো অটিয়াবাড়ি পার্ট-২, কালমাটি ও গাটিকাচুয়া, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে খাটিমারি ও দিনহাটা-১ ব্লকে ব্রহ্মত্তর চলোয়ারকুঠি, খরিজা বালাডাঙ্গা ও দাশগ্রাম গোবরাচারা বৃহৎ নদী উত্তোলন সেচ প্রকল্প ● হলদিবাড়ি ব্লকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা, জলাশয়, ডিপ টিউবওয়েল এবং পাম্প রুম ● মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে কোচবিহার টি এস্টেটের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরে কার পার্কিং লট ও ভোগমাড়া নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প ● সিতাই ব্লকে স্টাফ কোয়ার্টার, সিতাই বাজার থেকে মালদা নদীর দিকে ও সিতাই ফিল্ড চ্যানেল থেকে তামাকহাটি পর্যন্ত নিকাশী ব্যবস্থা ● দিনহাটা-২ ব্লকে নাজিরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চারিয়ে গ্রামে কমিউনিটি হল

শিলান্যাস

জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৫৪টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ ও বিভিন্ন মাদ্রাসা স্কুলে ২৯টি লাইব্রেরি ● জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১৯টি আশা কেন্দ্র ● কোচবিহার-১, ২ এবং কোচবিহার পুরসভা এলাকায় তোর্সা নদীবাঁধের উপর বিটুমিনাস রোডের সংস্কার ● কোচবিহার-২ ব্লকে নতুন কোচবিহার মাথাভাঙ্গা রেলওয়ে সেতুর দক্ষিণ পাশে মাল্টিগুরি এলাকায় তোর্সা নদীর ডান বাঁধের উপর সুরক্ষা কাজ ● দিনহাটা-১ ও ২ ব্লকে নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ● তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে ৪টি, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে ১টি, মেখলিগঞ্জ ব্লকে ৩টি, সিতাই ব্লকে ৩টি, হলদিবাড়ি ব্লকে ৭টি, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে ২টি, কোচবিহার-১ ব্লকে ৬টি, দিনহাটা-২ ব্লকে ৫টি, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে ৪টি, কোচবিহার-২ ব্লকে ৪টি, দিনহাটা-১ ব্লকে ১৩টি, শীতলকুচি ব্লকে ২টি এবং তুফানগঞ্জ পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নতুন রাস্তা ● দিনহাটা-১ ও সিতাই ব্লকের দিনহাটা-গোসানিমারি রোডের, দিনহাটা-১ ও ২ ব্লকের দিনহাটা-সাহেবগঞ্জ রোডের, দিনহাটা-২ ব্লকে চৌধুরীহাট-লতকাবাড়ি-কারোলা রোডের ও সাহেবগঞ্জ-বামনহাট রোডের, মেখলিগঞ্জ ব্লকে চ্যাংরাবান্ধা-মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার রোডের ও মেখলিগঞ্জ- চ্যাংরাবান্ধা রোডের, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে বক্সিরহাট-জোরাই রোডের, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে তুফানগঞ্জ-ধলপাল-ভাটিবাড়ি রোডের, কোচবিহার-২ ব্লকে কোচবিহার-বানেশ্বর-আলিপুরদুয়ার রোডের এবং হলদিবাড়ি ব্লকে ঝুড়িরহাট-বোয়ালমারি রোডের সংস্কার ● সদর ব্লকে গভর্মেন্ট উচ্চ বিদ্যালয়ে সাইকেল স্ট্যান্ডসহ প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম ও উত্তর পাশে প্রধান ফটকসহ সীমানা প্রাচীরের সংস্কার ● জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এলাকার ২১টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩০টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, ১৫৩টি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ২৩৩টি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত নিকাশী ব্যবস্থা ও ২৮৮টি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় ভবন সংস্কার ● তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে কালিবাড়িতে মার্কেট শেড, নিকাশী ব্যবস্থা ও রাসিক বিল ইকো ট্যুরিজম রিসর্ট ও লজের উন্নয়ন ● মেখলিগঞ্জ পুরসভার মেখলিগঞ্জ বাজারে একতলা মার্কেট কমপ্লেক্স ● হলদিবাড়ি পুরসভার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাস টার্মিনাসে একতলা স্টল, পেভার ব্লক প্ল্যাটফর্ম এবং নিকাশী ব্যবস্থা ● দিনহাটা পুরসভার দিনহাটা গার্লস হাই স্কুলে ২টি ক্লাসরুম, ১টি হল রুম এবং সীমানা প্রাচীর ● তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরাম মন্দিরের সীমানা প্রাচীর ● তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিস্কুচি গ্রাম পঞ্চায়েতে ধোড়ামারা মোরা নদীর উপর, শীতলকুচি ব্লকে গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটামারা নদীর উপর নয়লের বাড়িতে ও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে ছোট কেসারিবাড়ি কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে কানাডোবা নদীর উপর এবং হলদিবাড়ি ব্লকে পার মেখলিগঞ্জ ব্রিজ-রিটায়ার্ড দেওয়ানগঞ্জ-বেলটোলি রোডের ১ম কিমিতে সেতু ● কোচবিহার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পেভার ব্লক রোডসহ নিকাশী ব্যবস্থা ● হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বড় হলদিবাড়ি আমবাগান জাতীয় সংহতি সংস্থার মেলার মঠে খোলা মঞ্চ ● হলদিবাড়ি পুরসভার অফিস কম্পাউন্ডে প্রথম তলায় গেস্ট হাউস ● হলদিবাড়ি ব্লকের নিচতলায় দোকানসহ মিনি স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান ফুটবল গ্রাউন্ডের সম্প্রসারণ ● মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে বড় গড়িয়া ঘাড়িকুটা-২ ও টেটুলেরচাড়া, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে পাতাকামারি, দিনহাটা-২ ব্লকে রুইডাঙ্গা-৪ ও টুটিয়েরকুঠি-১, কোচবিহার-১ ব্লকে হলদিমোহন-১, ২ ও পাটছড়া-১, ২ এবং শীতলকুচি ব্লকে অশোকবাড়ি প্রথম খণ্ড সৌর ক্ষুদ্র নদী জল উত্তোলন প্রকল্প ● দিনহাটা-১ ব্লকে গোসানাইমারি নিউ মার্কেটে ওপেন মার্কেট শেড ও বারানতবাড়ি ধোসেরপাড় দোলার আওতায় সুরক্ষা প্রাচীর ● মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ভরসৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোচবিহার চা এস্টেটে কমিউনিটি সেন্টার ● সিতাই ব্লকে কনক রায় সরকারের দোকান থেকে কানু বর্মনের দোকানে পুসিয়া কভার চ্যানেল, তামাখাতি থেকে চাঁদামারি দোলা পর্যন্ত পুক্কা নিকাশী ব্যবস্থা, সিতাই বাজার নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার এবং সিতাই পঞ্চায়েত সমিতি অফিস ক্যাম্পাসে ১ম পর্যায়ে উৎসব ভবন ● মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে মাস্তারের তারি ও বনীদাস গ্রামের কাছে হিউম পাইপ কালভার্ট ● দিনহাটা-২ ব্লকে ফুলকুমারি নদীর কাছে অনিল বর্মনের (মুড়িয়ার দাড়া) বাড়ির পাড়ে বক্স কালভার্ট ● জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি করে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, ডাইনিং হল ও নিকাশী ব্যবস্থা

পরিষেবা প্রদান

লক্ষ্মীর ভান্ডার ● ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড ● খাদ্যসাথী ● স্বাস্থ্যসাথী ● জাতিগত শংসাপত্র ● মেধাশ্রী ● শিক্ষাশ্রী ● কন্যাশ্রী ● রূপশ্রী ● বিধবা ভাতা ● কৃষক বন্ধু ● ঐক্যশ্রী ● স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ● মৎস্যজীবীদের নিবন্ধীকরণ ও ক্রেডিট কার্ড ● পাট্টা (চা বাগান) ● উদবাস্তু পুনর্বাসন পাট্টা ● হোমস্টে পাট্টা ● প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ● মালবেরি রিয়ারিং হাউস নির্মাণে সহায়তা ● বার্ধক্য ভাতা ● তাঁতিদের ক্রেডিট কার্ড ● তপশিলি বন্ধু ● জয় জোহার ● সবুজ সাথী ● মেয়াদী ঋণ ● চোখের আলো ● কৃষি পরিকাঠামো তহবিল ● কৃষি উৎপাদন কেন্দ্রে সহায়তা ● বাংলাশ্রী ● সবুজশ্রী ● স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ ● বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ● লোকপ্রসার প্রকল্পে অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গভীর রাত পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হল উপাচার্যকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একাধিক ইস্যুতে গভীর রাত পর্যন্ত কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখার অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রভাবিত একাধিক সংগঠনের বিরুদ্ধে। সোমবার ২২ জানুয়ারি বিকেল থেকে ওই ঘেরাও আন্দোলন শুরু করে তৃণমূল প্রভাবিত ছাত্র ও কর্মীদের দুটি সংগঠন। অভিযোগ প্রায় রাত ১২ টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। দাবি না মানা হলে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয় ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে। দিন কয়েক আগে খেলার সরঞ্জাম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের বিরোধ সামনে আসে। তারপরে ফের ঘেরাও আন্দোলন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্য ছাড়াও আরও দুই আধিকারিক সেখানে ছিলেন। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায় বলেন, "এমন কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন হয় যার কোনও ভিত্তি নেই। বারবার ডাকার পরেও আলোচনার কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। খুব খারাপ আচরণ করা হয়। ছাত্র বা কর্মী কারও কাছ থেকেই এমন আচরণ কাঙ্খিত নয়। এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।"

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ, খেলার সরঞ্জাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে। তা খেলার জন্য দেওয়া হচ্ছে না। তা নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়। টিএমসিপি নেতা সায়নদ্বীপ গোস্বামী বলেন, "সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থে আন্দোলন হয়েছে। রাত পর্যন্ত সুরাহা না হওয়ায় তা জারি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত।" অস্থায়ী কর্মীরা দাবি করেন, বেতন বৃদ্ধি, স্থায়ীকরণ সহ একাধিক ইস্যুতে তাদের আন্দোলন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, কোনও অনুমতি ছাড়াই খেলার সরঞ্জাম একটি ঘরের তালা ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। তা নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হলে পুলিশ পৌঁছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তা নিয়েই ক্ষোভ রয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলির।

রামমন্দির উদ্বোধনে উন্মাদনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রামমন্দির উদ্বোধনের দিন উন্মাদনায় মাতল কোচবিহার। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন হয়। ওইদিন কোচবিহারের ছড়ারকুঠি গ্রামেও একটি রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ওইদিন জেলার প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে পুজো হয়েছে। শোভাযাত্রাও বের হয়েছে বহু জায়গায়। 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিয়ে মাইক বেজেছে দিনভর। সেই সঙ্গে বাইক-গাড়িতেও রামের ছবি আঁকা পতাকা টাঙিয়েও ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেকে। পুজো-শোভাযাত্রার সামনের সারিতে ছিলেন বিজেপি ও সঙ্ঘের নেতারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ছড়ারকুঠিতে একটি রামমন্দিরের উদ্বোধন করেন। তিনি জানিয়েছে কোচবিহার জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় আরও অন্তত একশোটি রামমন্দির তৈরি করা হবে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নিশীথ বলেন, "সারা দেশজুড়ে আজ দীপাবলি হচ্ছে। আজকের দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কোনও বিতর্ক না করে সবাইকে উৎসবে সামিল হওয়ার আবেদন করব।" তৃণমূল অবশ্য দাবি করেছে, মন্দির নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "মন্দির-ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। মানুষ সব বুঝতে পাচ্ছে।" এদিন কোচবিহারের দাস ব্রাদার্স মোড় থেকে রাম ভক্তদের মিছিল বের হয়। ওই মিছিল শহরের একাধিক পথ পরিক্রমা করে। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির থেকে শুরু করে ছোট-বড় সব মন্দিরেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিনই সংহতি মিছিলের আয়োজন করে তৃণমূল। ওই মিছিলে কোথাও জাতীয় পতাকা হাতে হেঁটেছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। কোথাও আবার বেজেছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের গান। শাসক দলের ছোট-বড় সব নেতারাই সামিল হন ওই মিছিলে। দিনহাটার সাহেবগঞ্জে সংহতি মিছিলে হেঁটেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। কোচবিহার শহরে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। যা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আমরা মহাত্মা গান্ধীর দেখানো পথেই হাঁটব। সে জন্যেই দলনেত্রীর নির্দেশে আমাদের সংহতি যাত্রা।" মাথাভাঙা শহরে এদিন তৃণমূল জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি মদনমোহন বাড়ির সামনে পৌঁছালে উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানে পুজোর আয়োজন করেছিলেন বিজেপি সমর্থকরা। তাঁরা সেখান থেকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলেন। তাতে তৃণমূলের মিছিল দাঁড়িয়ে যায়। পরে দুইপক্ষ নিজেরাই আলোচনা করে তা মিটিয়ে নেন।

দেখা মিলল গারগেনি হাঁসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে গারগেনি হাঁসের দেখা মিলল কোচবিহারে। ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে বন দফতর ও ন্যাফের যৌথ উদ্যোগে পাখি গণনা শুরু হয় কোচবিহারের রসিকবিলে। সেখানেই গারগেনি হাঁসের দেখা মেলে। এছাড়াও গ্রে হেডেড ল্যাপ উইং, লেসার হুইস লিং টিল, কমন টিল সহ আরও বেশ কয়েকটি পাখির দেখা মিলছে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এই বছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে। এবারে প্রাথমিক হিসেবে প্রায় পাঁচ হাজার পাখির সন্ধান মিলেছে। সব মিলিয়ে সেখানে পঞ্চাশটি প্রজাতির পাখি রয়েছে। গত বছর রসিকবিলে সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি পাখির সন্ধান মিলেছিল। বন দফতরের আধিকারিকরা জানান, এবারে রসিকবিলে ছয়টি গারগেনি হাঁসের দেখা মিলেছিল। এই হাঁসগুলি মূলত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। কোচবিহারের এডিএফও বিজন নাথ বলেন, "এবারে পাখির সংখ্যা

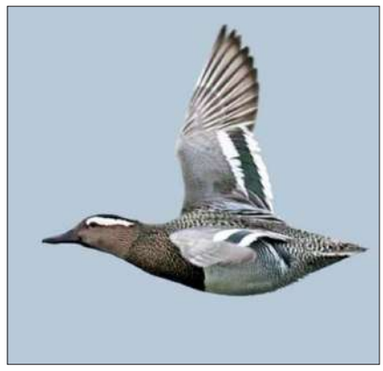

অনেক বেশি। তাতে আমরা খুশি হয়েছি।" পরিবেশপ্রেমীদের অনেকেই জানান, সময়মতো বিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করায় পাখির সংখ্যা বেড়েছে।

'নেতাজী'র জন্মদিবস পালন কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোথাও নেতাজীর ছবিতে মাল্যদান হল। কোথাও আবার আয়োজন করা হল নানা কর্মসূচির। ২৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার কোচবিহারের সর্বত্র এমনই চিত্র ফুটে উঠল। কোচবিহার জেলার প্রত্যেকটি মহকুমায় নেতাজীর জন্মদিবস পালন করা হয়। তৃণমূল, বিজেপি থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রত্যেকটি দলের পক্ষ থেকেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নেতাজীর জন্মদিন পালন করা হয়।

সিতাইয়ে ওইদিন থেকে 'সুভাষ উৎসব" শুরু হয়েছে। ওই উৎসবের উদ্বোধন করেন সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া। সেখানে বিধায়ক বলেন, "ব্লকের সমস্ত মানুষ ওই উৎসবের জন্য এক বছর অপেক্ষা করে থাকেন। নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই দিনটি আমরা পালন করি। একটি শোভাযাত্রাও করা হয়।" দিনহাটা সংহতি ময়দানে নেতাজির জন্ম উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ওইদিন তিনি একাধিক অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন। কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ সমস্ত নেতাই এদিন নেতাজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। সাগরদিঘির পাড়ের নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন পার্থপ্রতিম। এছাড়া ব্লকে ব্লকে নেতাজীর জন্মদিন পালন করে তৃণমূল। তবে শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে নেতাজীর ছবিতে মাল্যদান করে জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে মন্ডলে মন্ডলে ওই অনুষ্ঠান করা হয়। যেখানে বিজেপির ছোট-বড় অনেক নেতা যোগ দিয়েছেন। বিজেপির কোচবিহারে জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, বিধায়ক মালতী রাভা নেতাজীর প্রতিকৃতিতে সম্মান জানান।

এদিন ফরওয়ার্ড ব্লক দলের পক্ষ থেকে কোচবিহারে এবং দিনহাটার শহরের পাঁচ মাথার মোড় ছাড়াও নাজিরহাট সহ বিভিন্ন জায়গায় নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার সাথে দিনটি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা আব্দুর রউফ। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা আব্দুর বলেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন দিনটিকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবিতে দলের আন্দোলন চলবে।"

সফরসূচি পরিবর্তন, হাসিমারা হয়ে দিল্লি গেলেন রাহুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কেউ বলছেন, জন সমাগমে খুশি হননি রাহুল গান্ধী। কারও দাবি, প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য বদল হয়েছে রাহুলের কর্মসূচি। কারও আবার দাবি, থাকার জায়গা অপছন্দ রাহুলের নিরাপত্তা রক্ষীদের। সে জন্যেই একাধিক সভা বাতিল করে কোচবিহার থেকে সরাসরি দিল্লি ফিরে গেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার অসম সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের বক্সিরহাটে পৌঁছান রাহুল। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। প্রচুর কংগ্রেস কর্মীরাও জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয় রাহুলকে। সেখানে কিছুক্ষণ বক্তব্য রেখে ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা নিয়ে কোচবিহারের দিকে রওনা হন। খাগড়াবাড়ি, ঘোকসাডাঙা ও ফালাকাটায় রাহুলের সভা করার কথা ছিল। তিনটি সভাই শেষপর্যন্ত বাতিল করা হয়। রাতে ফালাকাটায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে মতো ফালাকাটা টাউন ক্লাবের মাঠে ব্যবস্থা করা হয়। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমস্ত গাড়ি সেই মাঠে পৌঁছালেও রাহুল পৌঁছাননি। কিছুটা হলেও হতাশ হয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মীরা। কোচবিহার থেকে হাসিমারা হয়ে দিল্লি চলে যান রাহুল।

রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, রাহুল যে ফিরে যাবেন দিল্লিতে তা ঠিক হয়েছিল দু'দিন আগেই। তখনই তাঁর সফরসূচি কিছুটা পরিবর্তন হয়। সে মতোই তিনি এদিন পদযাত্রা করেছেন। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। সে কারণে ওইদিন পুরোপুরি ছুটি থাকবে। ওইদিন পদযাত্রাও হবে না। সে কারণেই রাহুলের পদযাত্রা পরিবর্তন হয়। আবার ২৮ জানুয়ারি ফালাকাটা থেকেই পদযাত্রা শুরু করবেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, "প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্যে রাহুল গান্ধী দিল্লি গিয়েছেন। শেষপর্যন্ত সেভাবেই কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছিল। এখানে হতাশার কোনও বিষয় নেই। কারণ আবার ২৮ জানুয়ারি তিনি ফালাকাটা থেকেই শুরু করবেন।"

পানীয় জলের প্রকল্পের ট্যাংকের কাজ নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: গ্রামের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে পানীয় জলের প্রকল্পের ট্যাংক নিজের পরিচিত লোকের জমিতে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুললো খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রনারায়ণ গ্রামের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনোয়ার হোসেন অভিযোগ করে বলেন বিগত সেশনে তার একটি জমিতে পানীয় জল প্রকল্পের কাজের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে লিখিত হয় ও যাবতীয় সরকারিক কাগজপত্রের কাজ ও সম্পন্ন হয়েছিল। এমনকি সেই জমিতে খননকার্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবারে পঞ্চায়েত ভোটের পর এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত শাহিনা বিবি ও তার স্বামী শরিফুল ইসলাম জোর করে তাদের পরিচিত এক ব্যক্তির জমিতে সেই পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু করিয়েছে। যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য সাহিনা বিবির স্বামী শরিফুল ইসলাম জানান, বিগত পঞ্চায়েত সদস্য পানীয় জলের প্রকল্প নিজে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে নিজের জমিতে বসানোর পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামেরই স্থানীয় এক ব্যক্তির জমিতে এই পানীয় জলের প্রকল্প বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে।

টাকাগাছে উদ্বোধন হল ছায়ানীড়ের কার্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় কোচবিহার টাকাগাছ অঞ্চলে কোচবিহার ছায়ানীড় গড়ে তুলেছে একটি মহড়া কক্ষ। ওই মহড়া কক্ষের একটি অফিস ঘর উদ্বোধন করলেন ভারত সরকারের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চ্যাটার্জী। এই অফিস উপস্থিত ছিলেন ইজেডসিসি-র আরেক প্রতিনিধি শুভানু ব্যানার্জি, ছায়ানীড়ের সভাপতি, সম্পাদক যথাক্রমে সর্বানি সাহা, স্বাগত পাল প্রমুখ। এই উপলক্ষে ছায়ানীড়ের শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে গান এবং নাটক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহার ছায়ানীড় নিয়মিত মূকাভিনয় ও নাট্যচর্চা সুনামের সাথে করে চলেছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক অভিজিৎ চ্যাটার্জী ছায়ানীড়ের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সরকারি মঞ্চ থেকে বিজেপি সরকারকে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এনআরসি থেকে বিএসএফ একাধিক ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার কোচবিহার রাসমেলার মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভা থেকেই বিজেপি ও বাম দুই পক্ষকেই নিশানা করেছিলেন তিনি। তবে বিজেপির দিকে আক্রমণের তির ছিল বেশি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মনে আছে শীতলখুচির ঘটনা। ভুলে যাননি তো। চারটি ছেলেকে বিএসএফ গুলি করে মেরে ফেলেছিল। কোচবিহারে ওঁদের অত্যাচার চলছে। আম ডিএম, এসপি, সিএসকে বলব। যখন তখন যাকে তাঁকে গুলি করে মেরে দেয়। যেন বাপের জমিদারি পেয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে কোনও অত্যাচার করলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় এফআইআর করবেন। ওঁরা ভয় দেখিয়ে ভোট করতে চায়। বলবেন, ভয় দেখাবেন না। এজেন্সি দিয়ে ভোট করতে চায়। ভয় দেখিয়ে বলে তুই যদি আমাদের সঙ্গে না আসিস তোর বাড়িতে ইডি পাঠিয়ে দেব। ইডি কি করবে? সিবিআই কি করবে? আজ আছে কাল নেই।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বিএসফের অত্যাচারে মানুষ অত্যাচারিত। বিএসএফ সীমান্তে আলাদা পরিচয়পত্র দিতে চায়। আপনারা তা নেবেন না। বলবেন, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড আছে। ওই কার্ড নিলে এনআরসিতে পড়ে যাবেন। আপনাদের সব বাদ দিয়ে দেবে। বিপদে পড়লে আমি আছি। বাঘের বাচ্চার মতো আছি।" তিনি বলেন, "বিজেপি করলে সাদা, তৃণমূল করলে কাদা। বিজেপি করলে চোরগুলিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওয়াসিং মেশিনে। সেখান থেকে সাদা হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।"

এনআরসি নিয়েও সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকদের আগে কেউ খবর রাখত না। আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ডেভোলেপমেন্ট বোর্ড গঠন করেছি। ২৮ লক্ষ নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তাঁদের কোনও বিপদ হলে আমরা পাশে থাকব। শুধু ভোটার পরিচয়পত্রে নাম রাখতে বলুন। যাতে এনআরসির করে নাম না বাদ দিতে পারে। এনআরসি হবে না,এই লড়াই করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক। নতুন করে ক্যা ক্যা করে চিৎকার করছে, এটা ফ্যা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করার জন্যে। আপনারা সবাই নাগরিক। আপনাদের সবাইকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উদবাস্তু কলোনিকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছি। সে স্কুলে যায়, রেশন পায়, স্কলারশিপ পায়, নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? নাগরিক না হলে ভোট দিতে পারত?"

একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা পাওয়া রয়েছে। আমি তিন থেকে চার বার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। এটা আমাদের টাকা। বাংলার আবাস যোজনা আমরা অর্ধেক দিই, ওরা অর্ধেক দেয়। সেই টাকাও বাংলা থেকে জিএসটির মাধ্যমে তুলে নিয়ে যায়। দুই বছর ধরে দিচ্ছে না। গ্রামীণ রাস্তার টাকা দিচ্ছে না।" কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "সাতদিন সময় দিয়েছি। আমাদের টাকা ফিরিয়ে দাও। বাংলার আবাস যোজনার টাকা ফিরিয়ে দাও। মানুষ ঘর পাবে না, তোমরা অট্টালিকায় থাকবে তা হবে না। একশো দিনের টাকা যারা পায়নি, তাঁদের নিয়ে আলাদা মিটিং করব। গ্রামীণ আবাস যাদের দেওয়া হয়নি, তাঁদের নিয়ে মিটিং করব। আশা রাখুন, ভরসা রাখুন। আমার এখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন আর আমাকে দিচ্ছেন না।"

মমতার বক্তব্য প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "তিনি ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করার মত মন্তব্য করেছেন। এ ধরনর মন্তব্য কখনই করা উচিত নয়। কারণ বিএসএফের জওয়ানরা সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার জন্য দিনরাত কাজ করে চলেছেন। সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারাও যাতে সুরক্ষিত থাকেন তাও করছেন, সীমান্তে চাষবাসের কাজ যাতে সঠিকভাবে সেখানকার বাসিন্দারা করতে পারেন জওয়ানরাও তাও লক্ষ্য রাখেন। কৃষকের বেশে যাতে অনুপ্রবেশ না ঘটে সেজন্য পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। কিছু কিছু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও কৃষিজমি থাকে, সেই কৃষকদের ক্ষেত্রেও এটা করা হয়।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "ভোট চমক দিতে মুখ্যমন্ত্রী নানা কথা বলছেন। যার কোনও গুরুত্ব নেই।"

মালদা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদা জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি। সোমবার দুপুরে মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্ঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব ও পৌরসভার কাউন্সিলর। এইদিন মালদা জেলার ১৭ টি ব্লক থেকে মহিলা নেত্রীরা উপস্থিত হয়েছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বড়, মেজ, ছোট দাড়ি রাখছেন এই নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। নির্বাচনের আগে রাম মন্দির নিয়ে রাজনীতি করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রত্যেকের একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দিবেন। কোন প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেন না। গরিব মানুষের ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বিজেপির স্লোগান মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য যা করেছেন বিগত দিনে কোন মুখ্যমন্ত্রী সেটা করেননি। আগামী লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ২৩ টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৩০ তম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালদায়। ইতিমধ্যে প্রায় ১১ হাজার পাড়া বৈঠক করা হয়েছে। প্রায় দেড় মাস ধরে আয়োজন করা হয় পাড়া বৈঠকের। এদিন মালদা জেলাতেও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মহিলাদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

দু'দিনের সংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দুইদিনের সংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা হলো দিনহাটা শহরে। দিনহাটা গোপালনগর শরণার্থী আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় সোমবার থেকে এই উৎসব শুরু হয়। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন দিনহাটা মহাকুমা হাসপাতালের সুপার ডাক্তার রঞ্জিত মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার বিভাস রায়, শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক পল্লব সাহা, দিনহাটা ইন্টেলিভ সার্কেলের এসআই সামাদুল শেখ, দিনহাটা-২ নম্বর সার্কেলের এসআই সুদীপ মজুমদার, প্রধান শিক্ষক সুব্রত নাহা, শিক্ষক অনন্ত বর্মন প্রমুখ। এইদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, শিক্ষা আনে চেতনা। কাজেই সমাজে শিক্ষার প্রসার অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে স্কুলের শিশুদের কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাদেরকে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধূলা ও নানা সাংস্কৃতিক ভাবনা তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এরজন্য খেলাধূলার পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক মনস্ক করতে এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত জরুরী। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিবছর নিয়ম করে এ ধরনের অনুষ্ঠান করা উচিত। এতে শিশুদের মানসিক চাহিদা পূরণ হবে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক মনস্কতা গড়ে উঠবে। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছাড়াও নৃত্য প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে শিশুদের অভিভাবক-অভিভাবিকা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মঙ্গলবার অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা ছাড়াও সেদিন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে প্রধানশিক্ষক সুব্রত নাহা জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

কে শুনবে কথা

ভোটের আর খুব বেশি দেরি নেই। নেতা-নেত্রীদের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোমাত্রায়। দিন যত এগোবে, এ লড়াই যে বাড়বে তা চোখ বন্ধ করেই বলা যায়। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে সাধারণ মানুষের কষ্ট। কষ্টের কথা শুনলে অনেকের হাসি পেতে পারে। মনে হতে পারে, এ আবার কেমন কথা! গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কষ্ট কেন? এই লড়াই তো সুখ-সমৃদ্ধি আনার জন্য। আসলে বাস্তব অন্য কথা বলে, এই যে ধরুন না ক'দিন ধরে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত যে বড় বড় সভা হচ্ছে, তাতে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে কাদের? রাস্তায় বাস নেই, হাতে গোনা গাড়ি। সেই সব গাড়িতে ইঁদুরঝোলা করে মানুষ ছুটছে। ঝুঁকিও প্রচুর। অফিস-কাচারিতে হাতে গোনা লোক। এই দিনে দিনমজুরের কাজও অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ থাকে। মাথা চুলকে, হাত কামড়ে, খালি পকেটে বাড়ি ফিরতে হয় অনেককেই। সে সব কথা কি কেউ ভাবেন? মনে হতে পারে, সে সব কথা ভেবেই তো এতকিছু। চারদিকে এত উন্নয়ন, গরিব মানুষের জন্য এত প্রকল্প সবকিছুই তো তাঁদের জন্যেই। এটুকু কষ্ট তো করতেই হয়। এই কথাই ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। আরও অনন্তকাল ধরে হয়তো ঘুরে বেড়াবে। ততদিন কষ্ট করতে হবে, জোর গলায় বলতে হবে, এ সব তো আমাদেরই জন্যই।

কবিতা

মুকুট বাঁচাও

.... মোঃ সাগর ইসলাম মিরান (বাংলাদেশ)

পিঁপড়ে এল মৌ খেয়ে গেল,
করল আনন্দ মেলা।
ভিড়ের মাঝে কিছু পিঁপড়ে,
পিষে হল দলা।
মিছিল খানি থেমে গেল,
মিশলো সৈনিক দলে।
তারা সবাই যোগ দিল,
পিঁপড়ে মারার কলে।
পিপড়েগুলো মারতে হবে,
রাজা মশাইয়র হুকুম।
না মেরে ফিরলো তবে,
খুলে নেবে মুকুট।
শপথ ভাঙো মুকুট বাঁচাও,
মারো পিপড়ের দল।
রাজার বিরুদ্ধে মিছিল করার,
বুঝবি এবার ফল।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

পদ্মবিভূষণ পুরস্কার ২০২৪

বৈজন্তিমালা বালি

চিরঞ্জীবী

ভেঙ্কাইয়া নাইডু

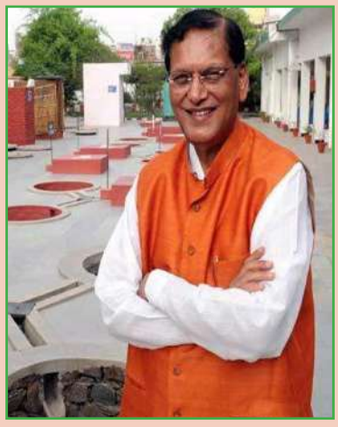
বিন্দেশ্বর পাঠক

পদ্মা সুব্রমনিয়াম

ফাতিমা বিবি

পদ্মভূষণ পুরস্কার ২০২৪

হরমুসজি এন কামা

মিঠুন চক্রবর্তী

উষা উত্থুপ

পদ্মশ্রী পুরস্কার ২০২৪

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

গীতা রায় বর্মন

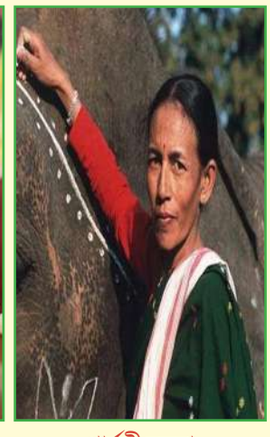
পার্বতী বড়ুয়া

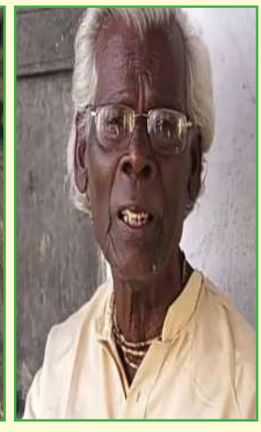
রতন কাহার

রাজবংশী যুবক প্রণয় এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে এক রাজবংশী যুবকের হাতে সংগঠনের দায়িত্ব তুলে দিল এসএফআই। সম্প্রতি মালদহে সংগঠনের ৩৮ তম রাজ্য সম্মেলন হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে কোচবিহারের রাজবংশী যুবক প্রণয় কার্জীকে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি করা হয়। উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার থেকে এই প্রথম সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করা হল। তা নিয়ে দলের অন্দরে চলছে নানা গুঞ্জন। একটি অংশ অভিযোগ করছে বাম তথা সিপিএম যখন ক্ষমতায় ছিল তখন উত্তরবঙ্গ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যাথা ছিল না কারও। এখন রাজ্যে দলের অবস্থা খুবই খারাপ। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে সিপিএম। এই সময়ে দলের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে প্রণয়কে। সেখানে বামেরা জাতপাতের অঙ্ক কষে হাঁটছে বলেও অনেকে মনে করছেন। যদিও তা মানতে নারাজ প্রণয় নিজেই। তিনি বলেন, "আমাদের সংগঠনে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ অথবা রাজবংশী-ভাটিয়া-মুসলিম-হিন্দু ভাবার কোনও জায়গা নেই। সাংগঠনিক দক্ষতা, লিডারশিপ দেখেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এখানে কেউ মনোনীত হয় না। আমাকেও নির্বাচিত করা হয়েছে। সবার আস্থা রেখে আমি কাজ করে যাব।" সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, "এখন জাতিসত্ত্বার রাজনীতি প্রকট। সে জন্যে জনজাতিদের মধ্যে থেকে মুখ তুলে আনার কথা ভাবা হচ্ছে। এটা খুব প্রয়োজন প্রণয় একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র নেতা। তৃণমূল ও বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকা রয়েছে।"

গোটা রাজ্য রাজনীতিতে এখন জাত-পাতের অঙ্ক প্রকট হয়েছে। একদিকে মতুয়া সম্প্রদায়, অন্যদিকে রাজবংশী সম্প্রদায়। এমনভাবে ভাগ করেই নিজেদের ভোট ব্যাংক তৈরি করতে প্রচেষ্টা শুরু করেছে একাধিক রাজনৈতিক দল। সেভাবেই বাছাই করা হচ্ছে দলের নেতা থেকে শুরু করে যে কোনও নির্বাচনের প্রার্থী। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের একটি অংশে বিজেপির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে রাজবংশীদের বড় অংশের সমর্থন রয়েছে বলে মনে করা হয়। রাজবংশী নেতা নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে বিজেপি। আবার পুরনো ভোট ব্যাংক ফিরে ফিতে মরিয়া তৃণমূল। সে জন্য দু'শোটি রাজবংশী প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। আরেক গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মণ তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।এমন অবস্থার মধ্যে কোচবিহারে গত কয়েকটি নির্বাচনে বামেদের ভোট পার্সেন্টেজ অনেক কমে গিয়েছে। এবারে লোকসভার মুখে নিজেদের পুরনো গড়ে কিছুটা হলেও উত্থান চায় বামেরা। সবদিকে তাকিয়ে নতুন নেতৃত্ব তৈরির দিকে বামেরা হাঁটছে বলে মনে করছেন অনেকেই। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের ছাত্র নেতা সায়নদীপ গোস্বামী বলেন, "বামেরা এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। উত্তরবঙ্গের কথা তারা কখনও ভাবিনি। তা তাদের দলের লোকেরাও জানে। তাই এখন নতুন চিন্তাভাবনায় কোনও লাভ নেই।"

রাম শুধু বিজেপির নয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাম শুধু বিজেপির নয় তৃণমূলেরও। কারণ আমরা হিন্দু,আমরাও রাম পূজা করি বললেন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ কিন্নর। প্রসঙ্গত খট্টিমারী বাজারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রামপূজার ফ্লেক্স ও পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ করে বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার সকালে খট্টিমারী থেকে বিজেপি-২ নম্বর মন্ডলের সম্পাদক দেবব্রত বর্মন অভিযোগ করে বলেন, গতকাল রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদরা রামপূজার ফ্লেক্স পতাকা ছিঁড়ে ফেলে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ কিন্নর বলেন, রাম কি শুধু ওদের, রাম আমাদেরও। গত ২২ জানুয়ারি রামপূজা করতে আমরাই সাহায্য করেছিলাম। গতকাল রাতে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা বাঁধে সেই সময় তারাই রামপূজার ফ্লেক্স পতাকা ছিঁড়ে মিথ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর দোষ চাপাতে চাইছে। কারণ বিজেপির পায়ের নিচে মাটি নেই, তাই কিভাবে প্রচারে থাকা যায় তাই এই কান্ড ঘটিয়েছে।আমরা তো জানি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের রাজনীতি করার কৌশল।

পদ্মশ্রী পেলেন গীতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পদ্মশ্রী পেলেন ভাওয়াইয়া শিল্পী গীতা রায় বর্মণ। দিন কয়েক আগেই পদ্ম প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই তালিকায় নাম রয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙার ভাওয়াইয়া গায়িকা গীতা রায় বর্মণের। ছোটবেলা থেকেই তিনি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। একবার তিনি রাজ্য ভাওয়াইয়ায় সেরা হয়েছেন। তিনি জানান, ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে তাঁর বাড়িতে খবর পৌঁছায়। প্রথমে তিনি তা বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি। বেশ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসেছিলেন। তিনি বলেন, "খুব খুশি হয়েছি। আমি ভাবতে পারিনি এমন সম্মান পাব। সঙ্গীতের প্রতি দায়িত্ব-ভালোবাসা সব বাড়িয়ে দিল এই সম্মান।" গীতার ওই সম্মানে খুশি কোচবিহারের মানুষ দিন কয়েক ধরে তাঁর বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে মানুষের ঢল নেমেছে।

ছয় দলীয় ভলিবল টুর্নামেন্টে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা কিশোর সংঘের ছয় দলীয় দিবারাত্রি ভলিবল টুর্নামেন্টের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী মন্ত্রী। শুক্রবার দুপুরে একটা নাগাদ এই টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন তিনি। প্রসঙ্গত স্বর্গীয় সত্যদেও সিং ও স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ সাহা স্মরণে দিনহাটা গোসানিরোডে কিশোর সংঘের পরিচালনায় ছয় দলীয় দিবারাত্রি ভলিবলের সূচনা হল। এদিন ফিতে কেটে খেলার সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর মাহেশ্বরী, কাউন্সিলর বাবলু সাহা, সমাজসেবী বিশু ধর সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, এধরনের প্রতিযোগিতা আরো বেশি করে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এদিন দিনহাটা কিশোর সংঘের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ক্লাব সম্পাদক অজয় সাহা বলেন, বিভিন্ন জেলার ছয়টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব সঙ্গে বৈঠক অরূপ বিশ্বাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর কোচবিহার স্টেশন মোড় সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে কোচবিহার জেলা নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এইদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে এদিনের বিশেষ আলোচনা। পাশাপাশি দলের বিষয় নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করেন বলে জানান।

পুরসভার রাজস্ব বাড়বে না, জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন শহরের মানুষ। ২৯ জানুয়ারি সোমবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভা থেকে রাজস্ব বাড়বে না বলে জানিয়ে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার কাছে একটি আবেদন এসেছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি, হিপির (অভিজিৎ দে ভৌমিক) সঙ্গেও কথা বলেছি। ২০১৫ সালের পর কোচবিহারে না কি কোনও মূল্যায়ণ পর্যদ কোনও রাজস্ব বাড়ায়নি বা মূল্যায়ণ হয়নি। যাদের বাড়িতে নোটিশ যাচ্ছে, আপনাদের বলব নোটিশটা এখন স্থগিত করে দিতে। কোনও রাজস্ব এখন বাড়বে না। এটার বিষয়ে যা কথা বলার আমরা কথা বলব।" নস্য শেখ ডেভোলেপমেন্ট বোর্ড নিয়েও একাধিক আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "নস্য শেখের একটি স্থায়ী অফিস এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করা হবে। আপনারা নাম জমা দেন আমরা সাতদিনের মধ্যে করে দেব। একটি গাড়ির ব্যবস্থাও করা হবে।" কোচবিহারে একটি ইকোনমিক করিডর হচ্ছে বলে তিনি জানান

এর পরেই উত্তরবঙ্গের জন্য তিনি কি কি করেছেন তাঁর একটি খতিয়ান তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উত্তরবঙ্গের জন্য কি করিনি আমরা? ধুপগুড়ি মহকুমা চাই বলে আবেদন করেছিলেন মানুষেরা। আমরা তা করে দিয়েছি। কোচবিহারকে হেরিটেজ টাউন ঘোষণা করেছি। ছিটমহল হস্তান্তর, কোচবিহার বিমানবন্দর আমরা করে দিয়েছি।" এর পরেই তিনি বলেন, "৩৪ বছর বামফ্রন্ট কিছু করেছে? কোচবিহারের মানুষ কাউকে দেখেছেন, কোনওদিন আসত? আগের বার বিজেপি সাংসদ জিতে কি করেছে? কিছু করেনি। আমি করে দিলাম বিমানবন্দর, আর বাবু প্লেনে চড়ে এসে বলছে আমি করেছি।" মুখ্যমন্ত্রীকে চোর বলে আক্রমণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি বলেন, "একশ ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ লোক যদি খারাপ কাজ করে তার দায় দল বা সরকার নেবে না। আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু তার জন্য আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে বলছে চোর, এতবড় সাহস, ডাকাতের ডাকাত ভারতবর্ষকে লুঠ করেছে, বাংলাকে লুঠ করেছে।" তিনি আরও বলেন, "বড়দিনের ছুটিও বাতিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেশের জন্য জীবন দিল। আজও জানলাম না তার মৃত্যুদিন কবে? তাঁর জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিন হয়নি।" । পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকদের আগে কেউ খবর রাখত না। আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ডেভোলেপমেন্ট বোর্ড গঠন করেছি। ২৮ লক্ষ নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তাঁদের কোনও বিপদ হলে আমরা পাশে থাকব।" বরাজবংশী স্কুলের অনুমোদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি বড় কাজ করলাম। অনেক ছোট ছোট রাজবংশী স্কুল ছিল। সেগুলি একটিও সরকারি মাইনে পেত না। নিজেরাই স্থানীয় ভাবে চালাত। ২১০ টি রাজবংশী স্কুলকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে গেলাম।" তাঁর আরও বক্তব্য, "নারায়নী ব্যাটেলিয়ন কেন্দ্র করেনি, আমি করেছি।" স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কোচবিহারে এমন অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে আছে যাদের সঙ্গে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ রয়েছে। মনে রাখবেন আপনাদের সাহায্য করি আমরা, কাজ করে দেই আমরা।" কোচবিহারে এদিন পাঁচশ কোটি টাকার বরাদ্দে ১৯৮ টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়। বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "সরকারি মঞ্চকে দলীয় ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের কাছ থেকে কি আশা করা যায়?" সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, "এই সরকার কাজ কিছু করেনি। যা হওয়ার তা বাম আমলেই হয়েছে।"

স্বর্গীয় বাপি কর মেমোরিয়াল ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্গীয় বাপি কর মেমোরিয়াল ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি নকআউট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা শুরু হওয়ার আগে মালদা শহরের ভবানী মোড় থেকে হোয়াইট ইলেভেন ক্লাবের উদ্যোগে শুরু হয় শোভাযাত্রা। রবিবার সকাল ১০ টা নাগাদ মশাল জ্বালিয়ে শুরু হয় শোভাযাত্রা। শেষ হয় মালদা রেলওয়ে গ্রাউন্ডে। শোভাযাত্রায় পা মেলান নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কাউন্সিলর বাবলা সরকার, গৌতম দাস, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট সম্পাদক সমীর ঘোষ,

বক্সিং কোচ প্রণব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়রা। জেলায় খেলার মান উন্নত করার লক্ষ্যে খেলার জন্য হাঁটুন এই স্লোগানকে সামনে রেখে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। রবিবার দুপুরে মালদা রেলওয়ে গ্রাউন্ডে চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয় মুজাফফরপুর ক্রিকেট একাদশ এবং শিলিগুড়ি ক্রিকেট একাদশ। বাবলা সরকার ও গৌতম দাস জানিয়েছেন, এলাকার সমস্ত শ্রেণীর মানুষ ও খেলোয়াড়দের নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। খেলার জন্য হাঁটুন এই স্লোগান সামনে রেখে শোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়। ছেলে-মেয়েরা যাতে মাঠমুখী হয় এই উদ্দেশ্যে সকল শ্রেণীর মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

স্পোর্টস ইনজুরি প্রতিরোধের ওপর অ্যাপোলো চেন্নাই হসপিটালস এর একটি ইন্টারেক্টিভ সেশন এর আয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার: অ্যাপোলো চেন্নাই হসপিটালস গত ৬ ই জানুয়ারি মেইনল্যান্ড সম্বরন ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমিতে একটি যুগান্তকারী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। স্পোর্টস ইনজুরি প্রতিরোধ এবং স্ক্রিনিং ক্যাম্প নামক এই অনুষ্ঠানটিতে, ক্রীড়া ইনজুরিতে বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ডাক্তার কুনাল প্যাটেল উপস্থিত ছিলেন।

বিবেকানন্দ পার্কের প্রেক্ষাপটে প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জী, দক্ষিণ কলকাতার সোনারপুর ও রাসবিহারী এভিনিউ অ্যাপোলোর সৌমিত্র চক্রবর্তী, অ্যাপোলো চেন্নাই এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ডাক্তার নারায়ণ মিত্রের উপস্থিতিতে আলোচনা প্যানেলে ক্রিকেট স্বাস্থ্যের জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কল্পনা করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পটিতে হাঁটু এবং কাঁধ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্যাটেল, একটি আকর্ষণীয় এবং অ্যাক্সেসযোগ্য পদ্ধতিতে আঘাত প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং অস্ত্রোপচার পদ্ধতির সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইন্টারেক্টিভ সেশনটিতে কেবল পেশী শক্তিশালীকরণের জন্য অনুশীলনগুলিই নয়, বরং কর্মক্ষমতা এবং আঘাতের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য পুষ্টি এবং ভিটামিন পরিপূরকগুলির ভূমিকার ওপরেও আলোচনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটিতে ডাক্তার প্যাটেল ৫০ জনেরও বেশি ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং তাদের অভিভাবকদের পরীক্ষা করে পরামর্শ দিয়েছেন।

মাহিন্দ্রা নিয়ে এল সুপ্রো প্রফিট ট্রাক এক্সেল সিরিজ

শিলিগুড়ি: ভারতে ছোট বাণিজ্যিক যানবাহনের বাজারে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড নতুন সুপ্রো প্রফিট ট্রাক এক্সেল সিরিজ লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। এই সিরিজে ডিজেল এবং সিএনজি ডুয়ো ভেরিয়েন্ট থাকছে। সুপ্রো প্ল্যাটফর্মের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, ট্রাক এক্সেল সিরিজটি তার উচ্চতর শক্তি, ব্যতিক্রমী শৈলী, অতুলনীয় নিরাপত্তা এবং আরামের সঙ্গে লাস্ট মাইল কনেকটিভিটি রূপান্তরিত করতে ডিজাইন করা হয়েছে।

২০১৫ সালে প্রাথমিকভাবে চালু হওয়া সুপ্রো, গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকারী একটি বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সুপ্রো প্রফিট ট্রাক এক্সেল সিরিজ প্রতিযোগিতামূলক দাম অফার করে থাকে। এর ডিজেল ভেরিয়েন্টের দাম ₹৬.৬১ লক্ষ টাকা (দিল্লির পুরোনো শোরুম) এবং সিএনজি ডুয়ো ভেরিয়েন্টের দাম ₹৬.৯৩ লক্ষ টাকা (দিল্লির পুরোনো শোরুম)।

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের অটোমোটিভ ডিভিশনের সিইও নলিনীকান্ত গোল্লাগুন্টা বলেছেন, "মাহিন্দ্রার 'রাইস ফর ভ্যালু', আমাদের রাইস ফিলোসফির স্তম্ভ। এটি আমাদের সাম্প্রতিক অফার - মাহিন্দ্রা সুপার প্রফিট ট্রাক এক্সেল-এও যোগ করা হয়েছে। এই লঞ্চটি সাব-২-টন সেগমেন্টে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করে, যা ব্যবসার ক্ষমতায়ন এবং ভারতে লাস্ট-মাইল কনেকটিভিটি রূপান্তরিত করতে আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। সুপ্রো প্রফিট ট্রাক এক্সেলের ব্যতিক্রমী ৫০০ কিলোমিটার রেঞ্জের সিএনজি ডুও ভেরিয়েন্ট, শক্তি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং আরাম নিশ্চিত করে।"

মূলধন বৃদ্ধিতে এনএসই-এর ভূমিকা

খড়গপুর: ফিউচার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতের এনএসই ২০২৩ সালে বিশ্বের বৃহত্তম ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ গ্রুপ হিসাবে তার অবস্থানকে উন্নত করেছে। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ এক্সচেঞ্জ অনুসারে, ইক্যুইটি বিভাগেও এনএসই বিশ্বব্যাপী তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই বছরে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক দেখা গিয়েছে যার মধ্যে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর বাজার মূলধন ইউএসডি ৪ ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে, এসএমই তালিকাভুক্ত কোম্পানি ১কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং নিফটি ৫০ ইনডেক্স যা প্রথমবার ২০,০০০ স্তরে পৌঁছেছে।

এক্সচেঞ্জে অনন্য রেজিস্টার বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা ৮.৫ কোটিতে পৌঁছেছে। ইক্যুইটি ডেরিভেটিভ সেগমেন্টে রেকর্ড হাই টার্নওভার সহ এনএসই তার ইক্যুইটি সেগমেন্টে লেনদেন করা ক্লায়েন্টদের ১০ম বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইক্যুইটি সেগমেন্ট টি+1 সেটেলমেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং প্রাথমিক বাজারের তালিকার টাইমলাইনতিতি+3 দিনে কম করা হয়েছে। এনএসই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ চালু করেছে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজগুলিকে তাদের কাজ প্রদর্শন করতে এবং জিরো কুপন জিরো প্রিন্সিপ্যাল বন্ডের মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহে সহায়তা করতে। সেগমেন্টটি ৪২টি এনপিও রেজিস্টার করেছে এবং একটি এনপিও তৈরি করেছে।

এক্সচেঞ্জটি ২১টি নতুন কমোডিটি ডেরিভেটিভস চুক্তিও চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ডাব্লুটিআই ক্রুড অয়েল, ন্যাচারাল গ্যাস, গোল্ড, সিলভার এবং বেস মেটালের ফিউচার চুক্তির বিকল্প। শ্রীরাম কৃষ্ণান, চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার, এনএসই জানিয়েছেন "এটি নতুন বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার পাশাপাশি ভারতীয় বাজারে তহবিল প্রবাহে সাহায্য করবে, যার ফলে মূলধন গঠনে সহায়তা করবে। আমি ভারত সরকার, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ট্রেডিং সদস্য, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।"

আর্থিক বছর ২০১৪ এর তৃতীয় কোয়ার্টারে মুনাফা বৃদ্ধি

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদ ("ব্যাঙ্ক") মুম্বইতে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত একক এবং একীভূত ফলাফল অনুমোদন করেছে। আর্থিক বছর ২০২৪-এর নয় মাসের পিএটি আর্থিক বছর ২৩-এর নয় মাসের পিএটি ₹৭,৪৪৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ₹৯৬৪৮ কোটি হয়েছে, যা ওয়াইওওয়াই-তে ৩০% বৃদ্ধির সূচক। আর্থিক বছর ২৪-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে পিএটি দাঁড়িয়েছে ₹৩০০৫ কোটি টাকায়, যা আর্থিক বছর ২৩-তে ₹২৭৯২ কোটির তুলনায় ওয়াইওওয়াই ৮% বৃদ্ধি দেখায়। আর্থিক বছর ২৪ এর তৃতীয় কোয়ার্টারে ফলাফলগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের আরবিআই-এর সার্কুলার অনুসারে প্রযোজ্য বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল বিনিয়োগের উপর ₹১৪৩ কোটি প্রভিশন (পোস্ট ট্যাক্স)। আর্থিক বছর ২৪ এর নয় মাসের নিট সুদ আয় (NII) ₹১৯,০৮৪ কোটি হয়েছে। যা ২৩-এ ছিল ₹১৫৪৪৯ কোটি। এটি ২৪% ওয়াইওওয়াই বৃদ্ধি। এছাড়া ২৩-এর তৃতীয়াংশে যা ছিল ৫৬৫৩ কোটি টাকা ২৪-এ তা বেড়ে দাঁড়াল ₹৬৫৫৪ কোটিতে। নীট সুদের মার্জিন ছিল -২৪-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে ৫.২২%। আর্থিক বছর ২৪ এর নয় মাসের জন্য ফি এবং পরিষেবাগুলি ৫৯৯৮ কোটি হয়েছে। যা ২৩-এ ছিল ৪৮৬১ কোটি টাকা (ওয়াইওওয়াই ২৩%)। এবং ২৪-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে ২৩-এর তৃতীয় কোয়ার্টারের ₹১৬৯৫ কোটি মুনাফা থেকে বেড়ে ২১৪৪ কোটি হয়েছে। পরিচালন মুনাফা ২৪-এর নয় মাসে ₹১০,২০১ কোটি থেকে ₹১৪,১২৬ কোটি হয়েছে। তৃতীয় কোয়ার্টারে যা ৩৮৫০ কোটি থেকে ₹৪৫৬৬ কোটি হয়েছে।

ডাঃ কে.পি. কোসিগান ২১শে জানুয়ারী কলকাতায় রোগীদের পরামর্শ প্রদান করবেন

শিলিগুড়ি: ডাঃ কে.পি. কোসিগান একজন এমএসসি, এমসিএইচ (অর্থো), এফআরসিএস (টিআরএন্ডঅর্থো), সিসিটি(ইউকে), এবং চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের একজন বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন। হাঁটু এবং হিপ জয়েন্টের ব্যথা, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, রোবোটিক নি এবং হিপ রিপ্লেসমেন্ট, ট্রমা, আর্থ্রোস্কোপিক লিগামেন্ট রিকনস্ট্রাশন সার্জারি এবং ফুট এন্ড অ্যাঙ্কেল ডেফর্মিটি বিশেষজ্ঞ। ডাঃ কে.পি. কোসিগান ২১শে জানুয়ারী রবিবার, সকাল ৯.০০ টা থেকে অ্যাপোলো হাসপাতাল (চেন্নাই) রিজিওনাল অফিস, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, নোনাপুকুর বাস স্টপ, রোগীদের সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদান করবেন। । অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং করতে কল করুন +91 8016363 - 91629223 3636, অথবা www. apollohospitals.com দেখুন।

স্যামসাং হল প্রথম গুগল ক্লাউড অংশীদার

কলকাতা: স্যামসাং ইলেকট্রনিক কো লিমিটেড এবং গুগল ক্লাউড সারা বিশ্বের স্যামসাং স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে গুগল ক্লাউডের জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তি নিয়ে আসার জন্য একটি নতুন বহু-বছরের অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে গ্যালাক্সি আনপ্যাকড-এ স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজের সঙ্গে শুরু করে, স্যামসাং তাদের স্মার্টফোন ডিভাইসে ক্লাউডের মাধ্যমে ভারটেক্স এআই-তে জেমিনি প্রো এবং ইমাজেন-২ স্থাপন করার জন্য প্রথম গুগল ক্লাউডের অংশীদার হবে।

জাংহিউন ইউন, কর্পোরেট ইভিপি এবং স্যামসাং ইলেক্ট্রনিক্সের মোবাইল এক্সপেরিয়েন্স বিজনেসের সফটওয়্যার অফিসের হেড বলেন, "গুগল এবং স্যামসাং দীর্ঘদিন ধরে সকলের জন্য প্রযুক্তিকে আরও সহায়ক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে কাজ করে চলেছে। আমরা রোমাঞ্চিত যে গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজ হল ভারটেক্স এআই-তে জেমিনি প্রো এবং ইমাজেন-২ দিয়ে বানানো প্রথম স্মার্টফোন। কঠোর পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়নের কয়েক মাস পর, গুগল ক্লাউড এবং স্যামসাং টিম গ্যালাক্সিতে সেরা জেমিনি-চালিত এআই অভিজ্ঞতা দিতে একসঙ্গে কাজ করেছে।"

স্যামসাং হল প্রথম গুগল ক্লাউড অংশীদার যারা গ্রাহকদের জন্য ভারটেক্স এআই-তে জেমিনি প্রো নিয়ে এসেছে। এটি নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং ডেটা কমপ্লায়েন্স সহ স্যামসাং-কে গুরুত্বপূর্ণ গুগল ক্লাউড বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে।

রেকর্ড গড়ল গ্যালাক্সি এস ২৪ সিরিজের প্রি বুকিং সংখ্যা

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি, স্যামসাং তার লেটেস্ট লঞ্চ হওয়া ফ্ল্যাগশিপ গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজে রেকর্ড সংখ্যক প্রি-বুকিং পেয়েছে। ১৮ জানুয়ারি প্রি-বুকিং খোলার পর থেকে ভারতে আড়াই লক্ষ্যের বেশি গ্রাহক এই স্মার্টফোনের অর্ডার দিয়েছেন। এদিকে, গত তিন সপ্তাহের মেয়াদে স্যামসাং-এর গ্যালাক্সি এস ২৩ সিরিজে আড়াই লক্ষ প্রি-বুকিং হয়েছে।

স্যামসাং ইন্ডিয়ার এমএক্স বিজনেসের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজু পুল্লানের কথায়, "গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজ, গ্যালাক্সি এআই দ্বারা পরিচালিত মোবাইলের সেক্টরে নতুন যুগের সূচনা করে। এই প্রযুক্তি গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করে তুলবে, যোগাযোগের বাধা কমাবে। প্রি-বুকিং-এ অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়ার জন্য আমি গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

'মেড ইন ইন্ডিয়া' গ্যালিক্সি এস২৪ আল্ট্রা, গ্যালাক্সি এস২৪+ এবং গ্যালাক্সি এস২৪ স্মার্টফোনগুলি যোগাযোগ - লাইভ ট্রান্সলেট, ইন্টারপ্রেটার, চ্যাট অ্যাসিস্ট, নোট অ্যাসিস্ট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যাসিস্ট বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর জোর দেয়। স্যামসাং কীবোর্ডে তৈরি এআই হিন্দি সহ ১৩ ভাষায় রিয়েল-টাইমে বার্তা অনুবাদ করতে পারে। গাড়িতে অ্যান্ড্রয়েড অটো, মেসেজের অটোমেটিক সংক্ষিপ্তসার করে প্রাসঙ্গিক উত্তরের পরামর্শ দেয়। গ্যালাক্সি এস ২৪ 'সার্চের' ইতিহাসে মাইলফলক তৈরি করে। প্রথমবার এই ফোনে গুগলে 'ইনটুইটিভ ও জেস্চার ড্রিভেন' সার্চ অপশন থাকছে। হাই কোয়ালিটি সার্চ রেজাল্টের জন্য ফোনের স্ক্রিনে বৃত্ত, হাইলাইট, স্ক্রাইবল বা যেকোনও স্থানে ট্যাপ করলেই হবে।

বিক্রেতাদের কাজের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরতে ফ্লিপকার্টের ভূমিকা

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট, ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া-এর মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, মন্ত্রী শ্রী ভানু প্রতাপ সিং ভার্মা-এর উপস্থিতিতে নতুন দিল্লির সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ফ্লিপস্টারস ২০২৩ ইভেন্টে ফ্লিপকার্ট তার বিক্রেতাদের পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রজনীশ কুমার, চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, ফ্লিপকার্ট গ্রুপ এবং সেলিব্রিটি মিসেস লারা দত্ত, এবং অনুষ্ঠানটি হোস্ট করেছেন অমিত ত্রিবেদী, এবং অপারশক্তি খুরানা। 'ফ্লিপস্টারস' অ্যাওয়ার্ড হল একটি বার্ষিক ইভেন্ট যা ফ্লিপকার্টের সাথে যুক্ত বিক্রেতাদের কাজের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের সাফল্য উদযাপন করে। সারা দেশ থেকে ৭৫০ টিরও বেশি বিক্রেতাদের দ্বারা উপস্থিত এবং বিখ্যাত সেলিব্রিটিদের দ্বারা হোস্ট করা, এই ইভেন্টটি তাদের জন্য একটি উদযাপন ছিল যারা প্ল্যাটফর্মে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে।

'Flipkart EDGE'-এর ৩ ফেজ লঞ্চ বিক্রেতাদের ই-কমার্সের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই নীতিগুলি, মধ্যে রয়েছে মূল্যের সুপারিশ, প্রচার, পুরস্কার প্ল্যাটফর্ম, ফুলফিলমেন্ট, স্পিড ইনিশিয়েটিভস এবং গাইডেন্স অ্যাসিস্ট্যান্স,, নতুন ফিচারগুলির মধ্যে স্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রণের সাথে বিক্রেতা ইকোসিস্টেমকে উন্নত করার লক্ষ্য, যা খরচ এবং ব্যবসার স্থায়িত্ব উন্নত করতে সাহায্য করেছে। ফ্লিপস্টারস ২০২৩ ইভেন্টটি D2C ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার আয়োজন করেছে যা শিল্পের অন্তর্দৃষ্টি, নিজের ব্র্যান্ড বিকাশের গুরুত্ব এবং বিক্রেতারা শিল্পের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিতে পারে এমন টিপসগুলির উপর জোর দেয়।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে ভারত সরকারের এমএসএমই-এর মন্ত্রী ভানু প্রতাপ সিং ভার্মা জানিয়েছেন, "ফ্লিপকার্ট-এ ১৪ লক্ষ বিক্রেতা খুঁজে পাওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়, যা ভারতে এমএসএমই-এর বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। আমরা সমস্ত ফ্লিপস্টার পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানাই এবং অন্যান্যদের তাদের ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে উৎসাহিত করি।"

কমপ্ল্যানের নতুন “আই অ্যাম কমপ্ল্যান বয়-গার্ল” ক্যাম্পেইনে মাধুরী দীক্ষিত

শিলিগুড়ি: জাইডাস ওয়েলনেস লিমিটেড-এর একটি অন্যতম হেলথ ড্রিংক, কমপ্ল্যান এবার তার “আই এম কমপ্ল্যান বয়-গার্ল” বিজ্ঞাপণে বলিউড সুপারস্টার মাধুরী দীক্ষিতকে ফিচার করেছে। নতুন বিজ্ঞাপণে মাধুরী দীক্ষিত বেড়ে ওঠা বাচ্চাদের জন্য প্রোটিনের চাহিদা পূরণে কমপ্ল্যান সুপারিশ করছেন, কারণ এতে অন্যান্য হেলথ ড্রিংকের তুলনায় ৬৩% বেশি প্রোটিন রয়েছে বলে দাবি। হিন্দিভাষী বিজ্ঞাপণের বাজারে প্রচারের মুখ মাধুরী।

মাধুরীকে স্কুলের বার্ষিক দিবসের অনুষ্ঠানে মা এবং তাঁদের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখানো হয়েছে। মায়েরা শ্রোতাদের জানিয়েছেন যে, ডাক্তার তাঁদের বাচ্চাদের প্রোটিনের চাহিদা পূরণের উপর জোর দিয়েছেন এবং প্রতিদিনের খাবারের রুটিনে কমপ্ল্যান সুপারিশ করেছেন। কারণ ডাক্তারদের দাবি, কমপ্ল্যান ৩৪টি অত্যাবশ্যক পুষ্টির বৈজ্ঞানিক কম্পোজিশনে তৈরি এবং বাচ্চাদের অন্যান্য হেলথ ড্রিংকের তুলনায় এতে ৬৩% বেশি প্রোটিন রয়েছে। তাই কমপ্ল্যান দ্বিগুণ

দ্রুত শারিরীক বৃদ্ধি এবং মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। বিজ্ঞাপনটি ব্র্যান্ডের স্মরণীয় ট্যাগলাইন “আই অ্যাম কমপ্ল্যান বয়-গার্ল” দিয়ে শেষ হয়। জাইডাস ওয়েলনেসের সিইও তরুণ অরোরা বলেন, “কমপ্ল্যান শিশুদের হেলথ ড্রিংক বিভাগে একটি আইকনিক ব্র্যান্ড এবং এতে ১০০% মিল্ক প্রোটিন রয়েছে। মাধুরী শুধুমাত্র একজন সুপারস্টার এবং প্রশংসিত অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিত নন বরং একজন যত্নশীল মা হিসেবেও পরিচিত। এই বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে, আমরা তাঁর সঙ্গে অংশীদারিত্বের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

ডাঃ জয় ভার্গিস ২১শে জানুয়ারী জলপাইগুড়িতে রোগীদের পরামর্শ প্রদান করবেন

কলকাতা: ডাঃ জয় ভার্গিস, একজন এমবিবিএস, এমএস, এমসিএইচ, এফএমভিএস, এফএসএস, এবং এফআইএনআর, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন মেডিকেল ডিগ্রী এবং বিভিন্ন ফিল্ড-এ সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন। তিনি অ্যাপোলো হাসপাতালের একজন সিনিয়র কনসালট্যান্ট নিউরোসার্জন। তিনি বিশিষ্ট নিউরো সার্জন। ফিট, খিঁচুনি, মস্তিষ্কের টিউমার, মেরুদণ্ডের টিউমার, সেরিব্রাল স্ট্রোক, পিঠে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, ব্যথা, স্টিফ ব্যাক, এবং অন্যান্য নিউরোলোজিক্যাল সমস্যার পরামর্শ প্রদান করেন। ডাঃ জয় ভার্গিস ২০২৪-এ ২১ জানুয়ারী, অ্যাপোলো হসপিটালস ইনফরমেশন সেন্টার (চেন্নাই), এম/এস অর্ঘ্য মেডিকেল হল, শিল্পসমিতি পাড়া, ওয়ার্ড নং ২৪, জলপাইগুড়িতে রোগীদের পরামর্শের প্রদান করবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার জন্য, কল করুন- 94344-10836 অথবা 86090-34489।

ভারত-জাপান সহযোগিতা জোরদার করতে এনএসডিসি এবং নিপ্পন ট্র্যাভেল এজেন্সির পার্টনারশিপ

কলকাতা: ভারত ও জাপানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি)-এর এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল (এনএসডিসিআই) এবং নিপ্পন ট্র্যাভেল এজেন্সি পার্টনারশিপে আবদ্ধ হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল ভারতের বিভিন্ন সেক্টর থেকে দক্ষ পেশাদার নিয়োগের বিষয়ে জাপানের বাজারে সচেতনতা তৈরি করা। এই উদ্যোগ জাপানে দক্ষ কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে, নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করবে।

এই চুক্তিটি এনএসডিসিআই-এর ডিরেক্টর ও চিফ অপারেটিং অফিসার শ্রী অজয় কুমার রায়না এবং নিপ্পন ট্রাভেল এজেন্সির হেডকোয়ার্টারের চিফ ও এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ কিগো ইয়োশিদার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এনএসডিসির সিইও এবং এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনালের এমডি শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি বলেছেন, “নিপ্পন ট্রাভেলের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ ভারত ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ক্রস কালচারে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেজন্য, আমরা ভারতে জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণের প্রচার শুরু করব। আমরা উভয় দেশের পেশাদারদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্য রাখি।”

মিঃ কিগো ইয়োশিদার বক্তব্য, “এই পার্টনারশিপ দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনকে সহজ করবে এবং জাপানের বৈচিত্র্যময় শ্রমবাজারকে আরও সমৃদ্ধ করবে।” এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল এবং নিপ্পন ট্র্যাভেল ভারত ও জাপান উভয় দেশেই কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে।

ফিউচার ফেস্টে আকর্ষণীয় উপহার স্যামসাং-এর টেলিভিশন রেঞ্জে

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড, স্যামসাং ‘দ্য ফিউচার ফেস্ট’ ঘোষণা করেছে। এই প্রজাতন্ত্র দিবসে গ্রাহকদের প্রিমিয়াম ৫৫-ইঞ্চি বড় পর্দার টেলিভিশনের সুবিধা দিতে নিও কিউএলইডি ৪কে, ৮কে, ওএলইডি, ফ্রিস্টাল ৪কে ইউএইচডি ইত্যাদির উপর আকর্ষণীয় ছাড় এবং ক্যাশব্যাক অফার দিচ্ছে। ডলবি অ্যাটমস, নিউরাল এআই কোয়ান্টাম প্রসেসর এবং এআই আপস্কেলিংয়ের সঙ্গে ঈর্ষণীয় বান্ডেলড ডিল সহ ভোক্তাদের সিনেমাটিক অডিও-ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতার আপগ্রেডেশন করতে ‘দ্য ফিউচার ফেস্ট’ একটি দুর্দান্ত সুযোগ।

৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত কার্যকর এই অফারে গ্রাহকরা উপহার হিসেবে পেতে পারেন ১২৪৯৯৯ টাকা মূল্যের গ্যালাক্সি এস২৩ আল্ট্রা (১২/২৫৬ জিবি ভেরিয়েন্ট), ৬৯৯৯০ টাকা মূল্যের ৫০-ইঞ্চি কিউএলইডি ৪কে দ্য সেরিফ টিভি এবং ৩৭৯৯০ টাকা দামের ওয়ারলেস সাউন্ডবার।

স্যামসাং ৯৮-ইঞ্চি নিও কিউএলইডি ৪কে এবং কিউএলইডি ৪কে টিভি কিনলে অফারের সময়কালে ১২৪৯৯৯ টাকা দামের ফ্ল্যাগশিপ গ্যালাক্সি এস২৩ আল্ট্রা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। ৫০ ইঞ্চি বা তার বেশি সাইজের নিও কিউএলইডি, ওএলইডি, এবং ফ্রিস্টাল ৪কে ইউএইচডি টিভিগুলির সঙ্গে গ্রাহকরা ৩৭৯৯০ টাকার একটি স্যামসাং কিউ সিরিজ সাউন্ডবার পাবেন।

নির্বাচিত স্যামসাং ৮৫-ইঞ্চি এবং ৭৫-ইঞ্চি নিও কিউএলইডি টিভি কিনলে, গ্রাহকরা ৬৯৯৯০ টাকার স্যামসাং ৫০-ইঞ্চি কিউএলইডি ৪কে দ্য সেরিফ টিভি বিনামূল্যে পাবেন। নির্বাচিত স্যামসাং ৬৫ এবং ৫৫ ইঞ্চি ওএলইডি এবং কিউএলইডি ৪কে টিভি কিনলে, গ্রাহকরা ১৫৯৯০ টাকার স্যামসাং সাউন্ডবার বিনামূল্যে পাবেন।

শ্রী রামের জন্মভূমিকে আলোকিত করতে হ্যাভেলস-এর ভূমিকা

কলকাতা: হ্যাভেলস আনন্দের সাথে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় শ্রী রামের জন্মভূমি কমপ্লেক্সে রাম মন্দির আলোকসজ্জার যুগান্তকারী প্রকল্পের সাফল্যের ঘোষণা করেছে। হ্যাভেলস এর অসাধারণ আলোকসজ্জার মাধ্যমে রাম মন্দিরের সৌন্দর্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত। গুণমান এবং উদ্ভাবনের প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র মন্দিরকে আলোকিত করেনি বরং ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি ঐশ্বরিক পরিবেশ তৈরি করেছে।

হ্যাভেলস এই পবিত্র মন্দিরের সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশকে উন্নত করতে অত্যাধুনিক আলোক উপাদানগুলির সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিংকে যুক্ত করে শ্রী রাম মন্দির প্রকল্পের জন্য বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

উদ্বোধনের বিষয়ে হ্যাভেলস ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট পরাগ ভাটনগর জানিয়েছেন, “আমরা এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় জড়িত সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং অযোধ্যার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রি অংশ হওয়ার সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।”

ডক্টর রঞ্জন আর পাইয়ের কৃতিত্ব উদযাপনে মণিপাল অ্যাকাডেমি অব হায়ার এডুকেশন

কলকাতা: উডুপির চতুর্থ পর্যায় মহোৎসবে, মাহে ট্রাস্টের সভাপতি এবং মণিপাল এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. রঞ্জন আর. পাই পর্যায় দরবার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। শ্রী পুটিজ মঠের শ্রী শ্রী সুগুনেন্দ্র থেরথা শ্রীপাদের নেতৃত্বে পালিত এই উৎসবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় ড. পাই-এর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পিতামাতা ড. রামদাস পাই এবং বাসন্তী আর পাই-কে অনুসরণ করে, ড. পাই মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন (মাহে)-কে ভারতের শীর্ষস্থানীয় দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটিতে উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি মাহে-কে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষা মস্ত্রক থেকে একটি ‘উৎকর্ষ’ মর্যাদা অর্জন করতে নয় বরং জয়পুর, জামশেদপুর, সিকিম, মালয়েশিয়া, দুবাই এবং অ্যান্টিগার মতো স্থানে ক্যাম্পাস চালু করতে সাহায্য করেছে।

ড. পাই-এর স্টুয়ার্ডশিপে, মণিপাল হাসপাতাল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতালের চেইন হিসাবে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ৯০০০ শয্যার হাসপাতাল নেটওয়ার্কে প্রতিদিন আনুমানিক ২ মিলিয়ন রোগীর চিকিৎসা হয়। ড. পাই ভারতীয় শিক্ষাঙ্গনকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছেন। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে এবং অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মণিপাল এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল গ্রুপের বৃদ্ধি এবং সাফল্যে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। ড. পাই-এর যাত্রায় তাঁর পাশে রয়েছেন স্ত্রী, গ্রুপের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর শ্রীমতি শ্রুতি আর. পাই এবং তাদের সন্তান সানিয়া এবং রিয়া। অনুষ্ঠানটি সফল হয় মাহের প্রো-চ্যান্সেলর ড. এইচএস বল্লাল, মাহে-র ভাইস চ্যান্সেলর লেফটেন্যান্ট জেনারেল (ড.) এম.ডি. ভেঙ্কটেশ এবং মাহে এবং মাহে মণিপালের সমগ্র গভর্নিং বডির উপস্থিতি ও আন্তরিক অভিনন্দনে।

বাজারে এবার নতুন ফ্যামিলি স্কুটার আথার রিজটা

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান বৈদ্যুতিন যানবাহন নির্মাতা, আথার তার নতুন বৈদ্যুতিন ফ্যামিলি স্কুটার ‘আথার রিজটা’র আসন্ন লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। রিজটার লক্ষ্য পারিবারিক চাহিদা মেটানো। রিজটাকে কয়েক মাস আগে বেঙ্গালুরুতে পরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল।

নভেম্বর মাসে আথার এনার্জির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও তরুণ মেহতার একটি টুইটে তিনি হাইলাইট করেছিলেন যে, আথার এনার্জি একটি বড়, পরিবার-বান্ধব স্কুটার লঞ্চ করবে, যা আরামদায়ক, নিরাপদ, প্রশস্ত এবং সাশ্রয়ী। তরুণ তাঁর সর্বশেষ টুইটে একটি ভিডিও টিজারের মাধ্যমে নতুন রিজটার উন্মোচন করেছেন। ২০১৯ সাল থেকে রিজটার উন্নতিতে কাজ চলছে। আথার এবার “গ্রাউন্ডব্রেকিং ইন্টিগ্রেশন” নিয়ে এসেছে যা পরিবারের যাতায়াতের অভিজ্ঞতা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। স্কুটারটি আথার কমিউনিটি ডে সেলিব্রেশন ২০২৪-এ উন্মোচন করা হবে। ঘোষণা অনুযায়ী, কোম্পানির লক্ষ্য আগামী ছয় মাসের মধ্যে স্কুটারের ডেলিভারি শুরু করা।

টুইটে, তরুণ মেহতা বলেছেন: “রিজটার সঙ্গে, আমরা আরাম এবং সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেব। আমাদের দল এটি নিয়ে কাজ করে চলেছে এবং কিছু আশ্চর্যজনক ইন্টিগ্রেশন নিয়ে এসেছে যা শিল্পে প্রথম এবং আপনার যাত্রার অভিজ্ঞতাকে আরও ভাল করে তুলবে। রিজটাও একই গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখবে যা আথারের-এর অন্যান্য পণ্যের পরিচয়।”

ডিজিটালি জিএসটি পেমেন্টে একাধিক অপশন দেবে কোটাক মাহিন্দ্রা

কলকাতা: ডিজিটাল পেমেন্টের প্রচার এবং ডিজিটালি আর্থিক লেনদেন সহজ করার জন্য এগিয়ে এল কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড। ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কোটাক একাধিক বিকল্প যেমন ইউপিআই, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বিঘ্নে জিএসটি পেমেন্ট চালুর কথা ঘোষণা করেছে। কোটাক হল ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক যা করদাতাদের জিএসটি পোর্টালের ‘ই-পেমেন্ট’ অপশনে তাদের পছন্দের ডিজিটাল পেমেন্ট মোড বেছে নিতে দেবে। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রবল সমর্থক। তারা একাধিক উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসের বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, কোটাক গত বছর কেন্দ্রের জিএসটি পোর্টালের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে এবং নেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে কর পূরণের জন্য একটি ইউজার ফ্রেন্ডলি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসেছে। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিজনেস প্রেসিডেন্ট রাঘবেন্দ্র সিং বলেছেন, “ভারতে প্রথম ব্যাঙ্ক হিসেবে একাধিক জিএসটি পেমেন্ট অপশন চালু করে আমরা শুধুমাত্র কোটাক গ্রাহকদের নয়, সমস্ত করদাতাদের জিএসটি পেমেন্টের জন্য বাধাহীন অভিজ্ঞতা দিতে পারব বলে খুশি।”

কোটাকের-এর পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে জিএসটি পেমেন্টের পদ্ধতি:

১. www.gst.gov.in-এ লগ ইন করুন
২. চালান তৈরি করে ই-পেমেন্ট অপশন বাছুন
৩. একাধিক পেমেন্ট বিকল্প যেমন ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা ইউপিআই থেকে পছন্দের পেমেন্ট অপশন বেছে নিন
৪. কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক নির্বাচন করুন
৫. পেমেন্ট সম্পন্ন করুন

ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার অধিকার যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে রাজ্য জুড়ে অধিকার যাত্রার ডাক দিয়েছে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তারই অঙ্গ হিসেবে দিনহাটা শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। মঙ্গলবার বিকেল তিনটা নাগাদ দিনহাটা সংহতি ময়দান থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সভাপতি মনসা সেন, দলের রাজ্যনেতা জালাল উদ্দিন, খাদিমুল ইসলাম, মফিকুল ইসলাম প্রমুখ। এদিনের এই মিছিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি মনসা সেন বলেন, দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করছে না। কেবল ভোটে জেতার জন্য নানা অগণতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারা মানুষকে কেবল ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার

একই পথ বেছে নিয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত মানুষ তার অধিকার হারাচ্ছে। রাজ্য তথা সারা দেশজুড়ে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন না।

পরেশকে বিঁধলেন শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চাকরি দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীকে বিঁধলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত ১৯ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জের বোর্ডিং মাঠে সভা করে বিজেপি। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরেশের পরিবারের কতজন সরকারি চাকরিতে রয়েছেন, তার তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, "আমার আসার কথা ছিল ২৪ জানুয়ারি। পরেশ অধিকারী নেতাজি জয়ন্তী করবে ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি তোলামূলদের নিয়ে। তাই ওই মাঠের অনুমতি করিয়ে রেখেছিলেন। যাতে ২৪ জানুয়ারি আমি সভা করতে না পারি।" সে জন্যেই ১৯ জানুয়ারি সভা করতে হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এর পরেই পরেশকে বিঁধে তিনি বলেন, "শুধু পরেশ অধিকারীর তালিকা পড়ব। পরেশ অধিকারীর স্ত্রী স্বাস্থ্য দফতর, কন্যা অঙ্কিতা বহিষ্কৃত শিক্ষিকা, পুত্র মৃত হীরক অধিকারী ডাক্তার, দাদা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি করণিক, দাদার স্ত্রী খাদ্য দফতরের কর্মচারী, দাদার কন্যা শিক্ষিকা, ভাই চার ছেলের একজন কলেজের করণিক, বাকি তিনজন খাদ্য দফতরের করণিক, ভগ্নীদ্বয় অঙ্গনওয়াড়ির সুপারভাইজার। আর কত নাম পড়ব? একাই সাইত্রিশটা। এটা হল একটা মডেল। তৃণমূলের মডেল। তৃণমূল এভাবেই চাকরি লুঠ করেছে।"

সেই সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধায় ট্রাক প্রতি পাঁচ হাজার টাকা করেও তৃণমূল তুলছে বলেও দাবি করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যাংরাবান্ধায় স্থলবন্দর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার কিছুই হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের যে টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে কিছু হয়নি। উল্টে ট্রাক প্রতি পাঁচ হাজার টাকা করে তোলা তুলছে তৃণমূল।" তাঁর আরও দাবি বাংলাদেশের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে রেশনের চাল চুরি হয়। শুভেন্দু বলেন, "এখানেও বালু বাকিবুরের মতো হালু বালু-রা রয়েছে। খাদ্য নিগমের ভাল চালগুলো চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করছে।"

তাঁর আরও দাবি, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি যোগাযোগের সেতু তৈরি হয়েছে কেন্দ্রের টাকায়। ভোটের সময় সেই সেতু দেখিয়ে ভোটে জিতেছে তৃণমূল। শুভেন্দুর সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। মেখলিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী বলেন, "শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তা নিয়ে কিছু বলার নেই।" তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় অবশ্য শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দাগেন। তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী আয়নায় মুখ দেখুন। তিনি তো নারদকাণ্ডে অভিযুক্ত। তাহলে এত কথা বলছেন কেন?" পার্থর যুক্তি, "পরেশ অধিকারীর পরিবারের যে চাকরির কথা হয়েছে সে তো বাম আমলের। সে সব তুলে ধরে তৃণমূলকে আক্রমণ করার অর্থ কি? আর তাঁর মেয়ের চাকরির বিষয়টি তো আদালতে বিচারাধীন।" তিনি আরও বলেন, "ফেডারেল স্ট্রাকচার সম্বন্ধে শুভেন্দু অধিকারীর আরেকটু জানা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে উত্তরবঙ্গের যে উন্নয়ন হয়েছে তা কখনও হয়নি। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে মিথ্যাচার করছে বিজেপি।"

সুস্থ মানুষকে খোঁড়া-বোবা-কালা বানিয়ে প্রতারণাচক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিশ্চন্দ্রপুর: জাল প্রতিবন্ধী শংসাপত্র কাণ্ডে আরো দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকোডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রতারক রাশেদুল ইসলাম এবং ডুমুরখোলা গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রতারক মাসুদ আলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ বলে খবর। পূর্বের তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই নতুন দুজনের নাম জানতে পরে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই দুজনকে রবিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টাকা দিলে বাড়িতে বসেই শংসাপত্র মিলবে,তা দেখিয়ে ভাতা মিলবে, এভাবে বুঝিয়েই চক্রটি সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলত বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের রমরবিয়ে চলছিল জাল প্রতিবন্ধী শংসাপত্র তৈরির কারবার। আর সেই শংসাপত্র দেখিয়ে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন সুস্থ মানুষেরা। এমনকি অনেক সুস্থ মানুষ এই জাল শংসাপত্র দেখিয়ে ভাতা পাচ্ছেন। গোটা হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের অধিকাংশ পঞ্চায়েতে কয়েক বছর ধরে চক্রটি সক্রিয়। ফলে কীভাবে তা পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল সেই প্রশ্ন উঠেছে। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'সুস্থ মানুষরাও বিশেষভাবে সক্ষমদের জাল শংসাপত্র নিয়ে ভাতা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। আমরা তদন্ত করছি।' হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের জানান, ইতিমধ্যে এই জাল চক্রের মোট পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরো কারা জড়িত রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

তৃণমূল নিয়ে চুপ রাহুল, আক্রমণ করলেন বিজেপিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা শুরু হওয়ার আগেই তার সফর নিয়ে ক্ষোভের কথা জানিয়েছে তৃণমূল। ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা কোচবিহারে পৌঁছালে বিক্ষোভ আন্দোলনেও সামিল হয় তৃণমূল। কোচবিহার নাগরিকবৃন্দের ব্যানারে লেখা হয়, "পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই একশো।" তারপরেও রাহুল গান্ধী তৃণমূল বিরোধী কোনও কথা উচ্চারণ করলেন না। বরং সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে সওয়াল করলেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা কোচবিহারের বক্সিরহাটে পৌঁছায়। সেখানে তিনি বলেন, "ন্যায় যাত্রার সঙ্গে আমি ন্যায় শব্দ জুড়েছি। কারণ দেশ জুড়ে অন্যায় হচ্ছে। বিজেপি-আরএসএস চারদিকে ঘৃণা ছড়িয়ে দিচ্ছে। হিংসা ছড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যায় করছে। এই জন্য ইন্ডিয়া জোট একসঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "এক বছর আগে আমরা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছি। যা কন্যাকুমারি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত চার হাজার কিলোমিটার ধরে ঘৃণার বাজারে ভালবাসার দোকান খোলার কাজ করেছে। এবারে পূর্ব থেকে পশ্চিম মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা করছি। সাত-আট ঘন্টা ধরে মানুষের কথা শুনেছি। পনেরো-কুড়ি মিনিট বক্তব্য রেখেছি। পশ্চিমবঙ্গে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের কথা শুনতে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। রাজ্যের নেতাদের ধন্যবাদ এভাবে একটি স্বাগত অনুষ্ঠান করার জন্যে।" তৃণমূল অবশ্য রাহুলের সফরে খুশি নয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "রাহুল গান্ধী যদি সত্যি বিজেপিকে

হারাতে চান তাহলে কংগ্রেসের যেখানে শক্তি আছে সেখানে প্রচার করবেন। এখানে তিনি কি করছেন? এখানে কংগ্রেসের কিছুই নেই। এখানে আমরা তৃণমূল একাই যথেষ্ট।" শুধু তাই নয়, রাহুলের যাত্রাপথে জোড়াই মোড়, ডাউয়াগুড়ি, খাগড়াবাড়ি সহ একাধিক জায়গায় কোচবিহার নাগরিকবৃন্দের ব্যানারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৃণমূল সমর্থকরা। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, "বাংলার জন্য দিদি যথেষ্ট।" আরেক প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, "বিজেপিকে ঠেকাতে বাংলায় দিদি একাই একশো।" তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "দলের পক্ষ থেকে এমন কোনও আন্দোলন করা হয়নি। আসলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী থেকে কংগ্রেসের অনেক নেতা মাঝে মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেন। তা নিয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ। তার জেরেই অনেকে এমনভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন।" রাজ্য কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, "এমনভাবে বিক্ষোভের কোনও মানে হয় না। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ঠিক করতে হবে তিনি বিজেপিকে হারাতে চান কি চান না।"

নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদের জন্য কার্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারে সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় রাজবংশী ভাষার স্কুলের অনুমোদনের কথা প্রকাশ্যে সভামঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন। তাছাড়াও এদিন তিনি নস্য শেখদের জন্য কার্যালয় ও একটি গাড়ি দেওয়ার ঘোষণা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার এই বিষয়ে নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফজলের রহমান বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আবেদনের সাড়া দিয়ে আমাদের দাবি আজকের এই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন তাতে আমরা খুব খুশি ও আপ্লুত। এছাড়াও জিসিপিএ নেতা বংশীবদন বর্মন বলেন, রাজবংশীর ভাষাভাষীর স্কুলের মুখ্যমন্ত্রী এদিনের মঞ্চ থেকে যে ঘোষণা করলেন রাজবংশী ভাষাভাষীর লোক খুশি। বিগত দিনে আমরা সেই ভাবে সম্মান পেতাম না কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে আমরা ওনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রজাতন্ত্র দিবসের দিকে খেয়াল রেখে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হল কোচবিহার। ২৬ জানুয়ারি সকালে কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে প্রশাসনের তরফে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। জেলাশাসক স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু সাম্প্রতিককালে কোচবিহারের নানা উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সেখানে নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ট্যাবলো প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার জেলার একাধিক এলাকায় নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক করে পুলিশ। এছাড়া অসম সীমানায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96